দৈনিক সংবাদ

APR 16 2002

মোশতাক আহমেদ

মূল রচনা

ডাকসুবিহীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডাকসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ। কালের বিবর্তনে- একটি উজ্জ্বল নাম। ছাত্র রাজনীতির প্রাণ-কেন্দ্র। কেউ কেউ এটিকে বাংলাদেশের মিনি পার্লামেন্টও বলে থাকেন। গৌরবের অংশীদার দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথপ্রদর্শক ডাকসু তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলেছে। হারিয়ে যাচ্ছে তার অতীত ঐতিহ্য। এক বছরের নির্বাচন দীর্ঘ একযুগ (১২ বছর) ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীরা ডাকসুকে ভুলে যেতে বসেছে। নতুন ভর্তি হওয়া অনেক ছাত্রছাত্রী ডাকসুর পুরো নাম বলতে পারে না। ডাকসুবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ভাটা পড়েছে। খেলাধুলায় চলছে মন্থরগতি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ইচ্ছে অনুযায়ী বছরে দুই একটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে। ডাকসুর কার্যক্রম না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বছরে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ৩৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা উপার্জন করছেন। এই হিসাবে দেখা যায়, গত ১২ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ ডাকসু বাবদ প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা উপার্জন করেছেন। অথচ ডাকসু ব্যয়ের ব্যাপারে কোন জবাবদিহিতা নেই। ছাত্র সংগঠনগুলো ডাকসু ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৯২২ সাল থেকে ডাকসু চালু হয়। এ পর্যন্ত ২৯ বার ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে স্বাধীনতার পর মাত্র ৬ বার নির্বাচন হয়েছে। সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালের ৬ই জুন। এই নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল (আমান-খোকন-আলম পরিষদ) সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে এক বছরের জন্য ক্ষমতায় আসে। কিন্তু তারা এক বছরের পরিবর্তে অগণতান্ত্রিকভাবে সাত বছর ডাকসু চালায়। মজার ব্যাপার গত বছরে ডিসেম্বর মাসে ডাকসুর সর্বশেষ ভিপি ও বর্তমান মন্ত্রী আমান উল্লাহ আমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক অনুষ্ঠানে নিজেকে এখনও ডাকসুর ভিপি বলে দাবি করেন। এ নিয়ে ক্যাম্পাসে ব্যাপক আলোচনা- সমালোচনা হয়।

এরপর ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রদল নেতা আরিফ হোসেন তাজ নিহত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় ডাকসু ভেঙে-দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এ. কে আজাদ চৌধুরী ১৯৯৮ সালের ২৮শে মে ডাকসু ভেঙে দেন। ডাকসু ভেঙে দেয়ার ৪ বছর পরও নির্বাচনের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। '৯০-এর জুনের পর থেকে এ পর্যন্ত দু'বার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হলেও শেষ পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর অসহনশীল মনোভাবের কারণে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

ডাকসু কার্যক্রম না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডাকসুর অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন চাঁদা (৬০ টাকা) এবং হল ইউনিয়ন চাঁদা (৬০ টাকা) বাবদ প্রতিবছর একজন ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে ১শ' ২০ টাকা করে আদায় করছেন। অর্থাৎ প্রতিবছর ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে কর্তৃপক্ষ ৩৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা আদায় করছেন। অথচ তার ব্যয়ের কোন জবাবদিহিতা নেই! কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। অনেকেই মনে করেন, ডাকসু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ডাকসুর হাতে চলে যাবে, যে কারণে কর্তৃপক্ষ ডাকসু নিয়ে গড়িমসি করছেন। ছাত্র সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ছাত্রত্ব না থাকায় তারাও ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে জোড়ালো কোন কথা বলছেন না।

এদিকে ডাকসু কার্যক্রম না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্র প্রতিনিধি নেই। অথচ সিনেটে ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি থাকার কথা। ছাত্র প্রতিনিধি না থাকায় কর্তৃপক্ষ তাদের ইচ্ছেমতো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন। এতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা ডাকসু কি তাও ভুলতে বসেছে। নতুন ভর্তি হওয়া অনেকে বলতে পারে না ডাকসুর পুরো নাম কি। এ ব্যাপারে সুমন নামে এক (নতুন ভর্তি হওয়া) ছাত্রের কাছে ডাকসুর পুরো নাম জানতে চাইলে সে আমতা আমতা করে শেষ পর্যন্ত 'সরি' বলে। তবে সে ডাকসু নির্বাচন চায়।

মাস্টার্সের শামীম মাহমুদ নামে এক ছাত্র বলেন, প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার সময় ডাকসু হবে বলে গুঞ্জন শুনেছিলাম; কিন্তু তা দীর্ঘ চার বছর পরও গুঞ্জন রয়ে গেল। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। ডাকসু না থাকায় আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

ডাকসু না থাকায় ডাকসু সংগ্রহশালার অবস্থারও তেমন উন্নতি হচ্ছে না। ডাকসু সংগ্রহশালার সংগ্রাহক গোপাল দা নিজস্ব চেষ্টায় কিছু স্মৃতি নিয়ে বসে থাকেন দিনভর। এ ব্যাপারে তার সব সময়ের দাবি ডাকসু নির্বাচন হোক। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের কাছে জানতে চাইলে সবাই ডাকসু নির্বাচনের পক্ষে মত দেন।

ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন বলেন, আমরা অবশ্যই ডাকসু নির্বাচন চাই। ডাকসু না থাকায় ছাত্ররা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি ডাকসু নির্বাচন না হওয়ার পেছনে কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করেন। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষ সদয় হলেই ডাকসু নির্বাচন সম্ভব।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাইফুজ্জামান শিখর ও সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন মারুফ বলেন, আমরা ডাকসু নির্বাচন চাই তবে ডাকসু নির্বাচনের আগে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের সংগঠনের ছেলেদের আগে হলে ওঠাতে হবে। যদি ছেলেরা ভোট দিতেই না পারে তবে নির্বাচন হয়ে লাভ কি। পরিবেশ সৃষ্টি হলে অবশ্যই ডাকসু নির্বাচন হবে, আমরা অংশ নেব।

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শরিফুজ্জামান শরিফ একটু রসিকতা করে বলেন, এ নিয়ে ৮১ বার মন্তব্য করেছি। আবারও পুরনো কথাই বলবো তাহলো ডাকসু নির্বাচন চাই। তিনি ডাকসু না হওয়ার পেছনে সরকার এবং কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেন। ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি দীপংকর সাহা দিপু বলেন, ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে বলতে বলতে এখন ক্লান্ত হয়ে গেছি। তিনি বলেন, প্রতিটি ক্ষমতাসীন সরকারই ছাত্রদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। তিনি বলেন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময়ই অবদান রেখে আসছিল। কিন্তু ডাকসু না থাকায় তা ম্লান হতে চলছে। তিনি অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান।

মৎস্য ও পশুসম্পদমন্ত্রী ও ঢাকার মেয়র প্রার্থী সাদেক হোসেন খোকা বৃহস্পতিবার মধুর ক্যান্টিনে মধুদা'র স্মরণসভায় বক্তব্য রাখার সময় ডাকসু নির্বাচন দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট কাছে জোর দাবি জানান।

এ ব্যাপারে প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক জেড. এন তাহমিদা বেগম বলেন, ডাকসু নির্বাচন অবশ্যই দরকার। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষা কার্যক্রমের বিরাট অংশ। এ ব্যাপারে আমাদের উদ্যোগ আছে।

আশা করি আমরা আগামী কিছু দিনের মধ্যেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।

সব কিছু বিবেচনায় বলতে গেলে ডাকসু নির্বাচন এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, ছাত্র সংগঠনগুলো, তথা সকলের প্রাণের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাকসু হোক এটাই সকলের কামনা।